হরতাল প্রতিরোধে চুয়াডাঙ্গায় যুবলীগের বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

দেশ বিরোধী অপশক্তি বিএনপি-জামায়াত কর্তৃক পুলিশ হত্যা, কাকরাইল মসজিদ ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন্স হাসপাতালে অগ্নিসংযোগ, প্রধান বিচারপতির বাসভবনে ও দেশপ্রেমিক সাংবাদিক মহলের ওপর হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ এবং বিএনপি-জামায়াতের দেওয়া হরতাল প্রতিরোধে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী যুবলীগ।

গতকাল রবিবার সকালে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের মোহাম্মদী শপিং কমপ্লেক্স সংলগ্ন অফিসে যুবলীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মিছিল সহকারে এসে সমবেত হয়। এরপর জেলা যুবলীগের আহবায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার শত শত নেতাকর্মীদের বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ করে দেন। পরে যুবলীগের এসব নেতাকর্মীরা চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়, রেল বাজার, টার্মিনাল, পৌর কলেজ মোড়, স্টেশন, কলেজ মোড়, চৌরাস্তার মোড়, কোর্ট মোড়, জীবননগর বাসস্ট্যান্ড মোড় ও ভিমরুল্লাহ-জেলখানা মোড়ে শান্তি পুর্ণভাবে অবস্থান নিয়ে হরতাল প্রতিরোধ করে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল, যানবাহনের চলাচল ও দোকানপাট খুলতে সাধারণ ব্যবসায়ীদের উৎসাহিত করে। যার ফলে চুয়াডাঙ্গার হরতাল ঢিলেঢালায় রুপ নেয়।

পরে বিকেলে জেলা যুবলীগের কার্যালয়ের সামনে থেকে নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারের নেতৃত্বে বিশাল বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহীদ হাসান চত্বরসহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পূর্বের স্থানে এসে শেষ হয়। তখন একইস্থানে জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক সামসুদ্দোহা মল্লিক হাসুর সভাপতিত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার। এছাড়া এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক কমিটির সদস্য সাজ্জাদুল ইসলাম লাভলু, আজাদ আলী, হাফিজুর রহমান হাফু, আবু বক্কর সিদ্দিক আরিফ, আলমগীর আজম খোকা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে নঈম হাসান জোয়ার্দ্দার বলেন, যেখানেই

বিএনপি-জামায়াত নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে, সেখানেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যুবলীগ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। কেন্দ্রীয় যুবলীগের চেয়ারম্যান ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাইনুল হোসেন খান নিখিল যুবলীগকে সেই নির্দেশনায় দিয়েছেন। তাই আজ চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগ ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিএনপি-জামায়াতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন যুবলীগ নেতা পিরু মিয়া, শেখ শাহী, হাসানুল ইসলাম পলেন, বিপুল জোয়ার্দ্দার, জুয়েল জোয়ার্দ্দার, টিটু, ছাত্রলীগের সাবেক নেতা রামীম হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ সানিউল শেখ সুইট, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য শেখ রাসেল, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য খালিদ মন্ডল, দিপু বিশ্বাস, তানভীর রেজাল্ট টুটুল,চুয়াডাঙ্গা পৌর ৩নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি রানা, সাধারণ সম্পাদক খানজাহান আলী, ৫নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আব্দুল আলিম, সহ-সভাপতি জুয়েল, ৭ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি আসাদুজ্জামান আসাদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হামিদ বিপ্লব, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম, সাংগঠনিক সম্পাদক লালটু, পদ্মবিলা ইউনিয়ন যুবলীগের সহ-সভাপতি বিপ্লব হোসেন,মমিনপুর ইউনিয়ন যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মমিন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ছোট, বঙ্গ, শিমুল, মমিন, কুতুবপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মাসুম, আমজেদ, রিঙ্কু, মাখালডাঙ্গা ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা জাকির, আরও উপস্থিত ছিলেন, লোকমান হোসেন, মহসিন হক রনি, টিপু, হীরা, মুন্না, শান্ত, মামুন, আশা, সুমন, নোমান, সজীব,শাওন রেজা কবীর,হাসান,সজল,লিপটন, তারিক, রনি, জনি, শফিক, সিকদার, বাচ্চু, আলতাফ, জিপু, তুষার, সোহান, জুয়েল, সবুজ, রাজন, আলো, রানা, বিপুল, সঞ্জু,আমান, রুবেল, মিন্টু, বিন্দু, সুশান্ত, সুমন, সাঈদ, শাকের, রসূল, মোখলেছ, মহাদেব, চঞ্চল, জনি, জাহিদ, বিপ্লব,চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক গ্রন্থনা ও প্রকাশনা উপ-সম্পাদক শেখ আনোয়ার, ছাত্রলীগ নেতা ইমরান ফেরদৌস, নোমান, কাফি, তানজির, মিশা, টিলু, ছাত্রলীগ নেতা ইমাদু ওয়াসিম, শাকিল আহমেদ তূর্য, সাহেব মাহমুদ, সাব্বির, কবির, জিম, বিপুল, নয়ন, আরিন, মেহেদী, সারুক, পাপন, শোভন সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।